OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 246 - 253
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সীমান্তের উর্ধ্বে জীবনাদর্শ ও জীবনযুদ্ধ : প্রসঙ্গ দেশভাগ কেন্দ্রিক নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্য

ড. মৌসুমী পাল
ফ্যাকাল্টি মেম্বার (বাংলা বিভাগ)
ভবন্ ত্রিপুরা টিচার ট্রেনিং কলেজ
আনন্দনগর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
Email ID : paulmousumi77@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Famine, partition, war, war of life, receiving independence, governmental immorality, lifestyle, culture, women's consciousness.

Abstract
Before the 20th century, Bengali society was predominantly village-based. Their slow life journey was suddenly brought to a high tide by a revolutionary event like the partition of the country. Apart from the fulfillment of our dream of independence, this is only one event which is the complete history – geography – literature of India. Along with the culture, the traditional sense of the people - belief-habits-glory, culture-society-ideals, etc., were not only influenced but also changed in a great way. Partition faced several crises in our society; Among these, the main crisis was the breakdown of the monogamous family and the disruption of social philosophies and lifestyles. Partition was largely due to violent and deeply shameful political dissensions, from which the northern generation in society has not recovered to this day. Since the artistic expression of the varied experiences of human life is the main source of literary creation, so brutal events like the partition of the country, the intense agony of bloodshed, have very naturally influenced our literature. As a result of the partition of the country, all the problems such as bi-ethnicity, refugee problem, enclave problem etc. became more acute in the Bengali society. But people create the beauty of literature in the urge of a priceless pleasure. Revolution of turbulent forties, war, famine, pandemic, independence, country partition, refugee crisis, nothing could destroy this beauty of literature. In the novelty of the content, in the structure and description of the story, in the variety of the background, in the uniqueness of the language or idiom, above all in the description of the country-time-society and the life of the common people, the partition and in describing the excruciating pain of emigration, the despicable history of humanity's grief and the scars of adversity, the literature of Deshbhag has become a timeless and contemporary history.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

> "বিশ শতকের আগে পর্যন্ত বাঙালি সমাজ ছিল মূলত গ্রামভিত্তিক এবং সেখানকার জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত মন্থর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাতে পরিবর্তন এসেছে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মতো, প্রায় অলক্ষে। কিন্তু এই পরিবর্তনের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় বিশশতকে। তার পেছনে ছিল অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ– যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারের পুনর্বিন্যাস সমাজ সচলতা, শিক্ষা এবং অর্থনীতির বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং দেশবিভাগ-সহ যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনাবলী।"[১]

১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণের পাশাপাশি দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতার চরম কলঙ্ক হিসেবে ভারতবাসীর জীবনে অভিশাপ রূপে নেমে আসে দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা; যা খুব স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন গ্রামভিত্তিক সমাজের অত্যন্ত মন্থরগতির জীবন যাত্রায় অতি তীব্রভাবে প্রভাব ফেলেছিল। কারণ এই একটিমাত্র ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূগোল-সহ যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষের চিরায়ত বোধ-বিশ্বাস-অভ্যাগ-গৌরব সর্বোপরি ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কৃতি সবকিছুই বিপর্যস্ত করেছিল বা পাল্টে দিয়েছিল। বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে দেশভাগের করুন প্রভাব, মানুষের জীবনযুদ্ধ, জীবিকার অনিশ্চয়তা, নারী জাতির অপমান-অনিশ্চয়তা-লাঞ্ছনা, বিশ্বাস এবং আদর্শের ভাঙ্গন, ছিটমহলের বাসিন্দাদের এক ভিন্ন জীবনযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলো হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি', আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ি', সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম', অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' এবং কয়েকটি ছোটগল্পের নিরিখে পর্যালোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে যে, মানব জীবনে সমস্ত প্রতিকূলতা ও সীমান্তে কাঁটাতারের উর্ধ্বে মানুষের জীবনযুদ্ধ ও জীবনাদর্শের অবস্থান।

বিগত শতাব্দিতে বাঙালি সমাজকে যে দুটি প্রধান মানবিক বিপর্যয় বা সংকটের সন্মুখীন হতে হয়েছে, তার মধ্যে একটি হল একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙ্গন, অন্যটি দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ। ব্যক্তির বা সমষ্টির মনস্তাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে প্রথম মানবিক বিপর্যয়টি ঘটলেও, দ্বিতীয়টি কিন্তু ঘটেছিল মূলত হিংসাত্মক ও চরম লজ্জাজনক রাজনৈতিক মতানৈক্যের কারণে। সমাজের উত্তর প্রজন্ম যায় ভয়ঙ্কর প্রভাব থেকে আজপর্যন্ত মুক্তি পায়নি, এক ভয়ঙ্কর ক্ষত রূপে যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজের হৃদয়ে এই যন্ত্রনাকে অতি যত্নে-গোপনে বহন করে চলেছে। এটা সত্য এবং অনস্বীকার্য যে, আমাদের উত্তরসূরী এই নীরব কান্না ভবিষ্যতেও বহন করে চলবে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতায় এই নীরব আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এইভাবে -

"নিজেদেরই দেশে থাকি না, পালাই দূরে
কে আর শূন্য ভাঁড়ার দু-হাতে খুঁড়ে
দেখবে রয়েছে স্মৃতি জুড়ে মৌমাছি!
সাহস গিয়েছে, সব কিছু গেছে দূরে
কে রাখবে বলো চিরকাল বুকে জুড়ে-
দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি।"[২]
('দুই বাংলাই রইলো না কাছাকাছি)

মানব জীবনের বিভিন্ন বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রকাশই যেহেতু সাহিত্য, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে করুণ ও বেদনাদায়ক জীবন অভিজ্ঞতা ১৯৪৭ এর দেশভাগের। নির্দয় আঘাত ও তার রক্তক্ষরণের তীব্র যন্ত্রণা হাহাকার আমাদের বাংলা সাহিত্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এর জন্য বাঙালিদের দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর এই বিষয় নিয়ে প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে, জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। তারপর থেকে এই বিষয়ে বাঙালি পাঠকদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। দুই বাংলারই বিশিষ্ট্য সাহিত্যিকগন এই মহীরুহ তৈরিতে সহায়ক হয়েছেন। অতীন বন্দোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্লরায়, মিহির সেনগুপ্ত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হোসেন, শওকত আলী, আবুল ফজল, শহীদুল্লা কায়সার, রাজিয়া খান, আবু জাফর ও দুই বাংলাই আরো অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ এই মহীরুহ সৃষ্টির গৌরবময় অংশীদার।

তৎকালীন সমাজ, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা, রীতি-নীতি ইতিহাস, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং সর্বোপরি দুভিক্ষ, মহামারি ও দেশভাগ নিয়ে এক সুরম্য শৈল্পিক কথন হল হাসান আজিজুন হকের 'আগুন পাখি' (২০০৬, ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী)। উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের যেকোনো পাঠক মহলে অতি পরিচিত নাম। উপন্যাসটি গ্রামের একজন সাধারণ নারীর মুখের আটপৌরে ভাষায় বলা এক বুকভাঙ্গা কান্নার দেশভাগের গল্প, ফলত এখানে শহুরে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশভাগের কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষন নেই। আছে শুধু এক অদম্য আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি মানব জীবনের কিছু আদর্শের প্রতিহলনে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নতুন ভাবে জানার গল্প। এই গল্প আমাদের এক অন্য ধরনের জীবনযুদ্ধের জানান্ দেয়। উপ্ন্যাসে বর্ণিত গ্রাম্য জীবনে কীভাবে দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের সংকট প্রতিফলিত হয়েছিল, সেই আলোচনার পূর্বে, 'আগুন পাখি' রচনার নেপথ্য কাহিনি সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া আবশ্যক, কারণ আলোচ্য উপন্যাসে বর্ণিত গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এই নেপথ্য কাহিনিতেই নিহিত। মা জোহরা খাতুনের জীবনী অনেকাংশেই প্রভাবিত করেছে হাসান আজিজুল হক্‌কে এই উপন্যাস রচনায়।

> "তাঁর মায়ের জীবনস্মৃতিই সেই উপন্যাসের বিষয়। - এবার লিখতে শুরু করলেন - ঠিক মায়ের জবানিতেই, বর্ধমানের ভাষায়। জোহরা খাতুনের জীবনকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস। ...এই জীবনের সঙ্গে অন্য আরো অনেক জীবনকে যুক্ত করেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশেল ঘটিয়েছেন। মায়ের জীবনের মধ্যে তিনি গাঁথলেন সাতচল্লিশ-পূর্ব অখন্ড ভারতের উত্থান–পতন-তৎকালীন রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশ গঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের নানা প্রসঙ্গ। আঁকলেন একটি পরিবারের উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে গোটা সমাজের উত্থান-পতনের চিত্র।"[৩]

'আগুপাখি' উপন্যাসের কথক বর্ধমান বাঁকুড়া অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামের মুসলিম পরিবারের সহজ-সরল গ্রাম্যবধূটি গতানুগতিক প্রথায় লেখা পড়া না শেখা একজন স্বশিক্ষিত নারী। সাংসরিক জ্ঞানহীন একটি কম বয়সের বাচ্চা মেয়ে, যার বিয়ের পর নিজের স্বামীকে নিয়ে মুগ্ধতার শেষ নেই, আবার শাশুড়ি মায়ের বলিষ্ট ব্যক্তিত্বে ও সংসারে নেতৃত্ব দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতায় বিস্ময়ের অন্ত নেই; সময়ের নিষ্ঠুর অভিঘাতে সেই সাধারণ মেয়েটি ধীরে ধীরে একদিন হয়ে উঠে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী নারীরূপে। সারল্য মাখা শব্দে এই গ্রাম্য নারীই উপন্যাসের শেষে বলে উঠে –

> "আমাকে আরো বোঝাইতে পারলে না যি ছেলে মেয়ে আর জায়গায় গেয়েছে বলে আমাকেও সিখানে যেতে হবে। আমার সোয়ামি গেলে আমি আর কি করব? আমি আর আমার সোয়ামি তো একটি মানুষ লয়, আলেদা মানুষ। খুবই আপন মানুষ, জানের মানুষ, কিন্তুক আলেদা মানুষ।"[৪]

এখানেই এই অতি সাধারণ, গ্রাম্য মহিলাটি হয়ে উঠে অসাধারণ ব্যক্তিময়ী নারীরূপে. বহু উচ্চশিক্ষিতা নারীও এই 'আলেদা মানুষ' কথাটি বলতে বর্তমান সময়েও স্বচ্ছন্দবোধ করেন না। কিন্তু এই গ্রাম্য সহজ-সরল মহিলাটি পেরেছেন দ্বিধাহীন ভাবে এই কথাটি বলতে। করণ জীবনাদর্শই তার জীবনে বেঁচে থাকার মূলধন; কোনো সীমান এই আদর্শকে ভাঙ্গতে পারেনি।

স্বামী সন্তান নিয়ে ধনে-জনে, শস্যে-সম্পদে, আত্মীয়–আশ্রিতায় সমৃদ্ধ একান্নবর্তী এই পরিবারটিতেও দেশভাগ এবং সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে শুরু হয়েছে ভাঙ্গন। অবস্থাসম্পন্ন এই গ্রাম্য পরিবারটিতেও দুর্ভিক্ষের আক্রমনে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে শুরু করে।

> "সোংসারের ভেতরটো এইবার তাকিয়ে দেখতে প্যালম আর সোংসারের মধ্যে মানুষ কি তা-ও দেখলম। কুকুর–বেড়ালের ছেঁড়া ছেঁড়ি দেখে রাগ করি। কিন্তুক মানুষ কুকুর–বেড়ালের চাইতে কিসে ভালো? মূলে টান পড়লে সবাই সমান। সেই মূল হচ্ছে প্যাট।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসটিতে গ্রাম্য এই সাধারণ নারীর মুখেই অর্থাৎ কথকের মুখেই বর্ণিত হয়েছে চারদিকের দুর্ভিক্ষের চিত্র, অজানা রোগে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যু মিছিল, বস্ত্রহীন মানুষের বর্ণনা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা সর্বোপরি দেশ ভাগের কথা। সহজ-সরল এই কথকের নিদারুণ বেদনার কারণ হয়ে উঠে দেশভাগ –

> "তাইলে সব্বোনাশ কি এমনি করেই শুরু হয়? চুলের মতন সরু একটো চিড় কোথা যেন ছিল, চোখে দেখতেই পাওয়া যেত না। পেথম দিন দেখে মনে হল কই, আগে কুনোদিন দেখি নাইত, পরের দিন দেখছি, ওমা, তার পাশে আর একটো চিড়, তারপর দেখতে দেখতে অ্যানেক অ্যানেক চিড় সব জায়গায় কখন হলো, কি হল, কেমন করে হলো ভালো করে কিছু... বোঝার আগেই একদিন বড় বড় ফাটল ধরে জিনিশটো চৌচির হয়ে ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সোংসারেও কি তাই হতে যেচে?"[৬]

দেশভাগের মতো একটা বিশাল জটিল বিষয়কে এতো সহজ-সরল ভাবে সাধারণ মুখের ভাষা দিয়ে এমন সুন্দর ভাবে বণনা করার জন্যই হয়তো 'আগুন পাখি' উপন্যাসটি দেশভাগের দলিল রূপে প্রতিষ্ঠত হতে সক্ষম হয়েছে। সরল গ্রাম্য মানুষের মনে দেশভাগের কথা হঠাৎ করে শুনে কীরূপ সংকটের সৃষ্টি করেছিল, তারই বর্ণনা অদ্ভুদ সরল ভাবে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক কথকের মাধ্যমে – গ্রামে হঠাৎ করে রব উঠে যে দেশটা নাকি ভাগ হবে। কাহিনির কথক কিছুতেই বুঝতে পারে না, দেশ আবার ভাগ হয় কেমন করে? কিন্তু অবশেষে এই অবিশ্বাস্য ঘটনটি একদিন যখন ঘটল, মুসলিম পাড়া-প্রতিবেশীরা চলে যেতে লাগলো ভিটে – মাটি ছেড়ে, ঠিক তখনই এই সরল মনে কোথা হতে এত জোড় এল যে, তার স্বামী – সন্তান সকলের বোঝানোর পরও সে কিছুতেই নিজের দেশ ছেড়ে যাবে না মনস্থির করে বসল। শুধু তাই নয়, কথক অর্থাৎ মাটি সংলগ্ন এই নারী বসত ভিটে আগলে দেশত্যাগ অস্বীকার করে, হিংসার রাজনীতি, অসার দেশভাগ অস্বীকার করার পাশাপাশি সমাজের তথা কথিত শিক্ষিত সচেতন মানুষের প্রতি কিছু উত্তরহীন প্রশ্নও ছুরে দিয়েছে। যথা–

> ক. "আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না, যি সেই দ্যাশটো আমি মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়।"[৭]
>
> খ. "আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না, ক্যান আলেদা একটো দ্যাশ হয়েছে, ... (কেন) এই দ্যাশটি আমার লয়।"[৮]
>
> গ. "একই দ্যাশ, একই রকম মানুষ, একই রকম কথা, শুধু ধম্মো আলেদা সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেলই কি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ই দিকে একটি আম গাছ, একটি তাল গাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল?"[৯]

আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' (১৯৫৫ সাল, কলকাতা, নবযুগ প্রকাশনী) উপন্যাসটিও দুর্বিক্ষ ও দেশভাগের প্রেক্ষপটে গ্রাম বাংলার মানুষ ও তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবিতে চিত্রিত হয়েছে।

> "১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় লেখক উপন্যাসটিতে হাত দেন। ...উপন্যাস রচনার পটভূমি আবু ইসহাক সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর যাপিত জীবন থেকে। ... ১৯৪৪ সালে সিভিল সাপ্লাইয়ের চাকরি নিয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে নারায়নগঞ্জ যেতে হয়। ...ঐ সময় ট্রেনে জয়গুনদের মতো অসংখ্য দুস্থ নারীকে তিনি দেখতেন। যারা ট্রেনে চড়ে ময়মনসিংহ যেতো এবং সেখান থেকে সস্তায় চাল কিনে ফিরে আসতো। ...এছাড়া নারায়নগঞ্জের স্টিমার ঘাটে এবং রেল স্টশনে হাসুর মতো অনেক নম্বরহীন কিশোর শ্রমিকও তিনি দেখেছেন।"[১০]

আবু ইসহাক তাঁর এই স্মরনীয় উপন্যাসে জয়গুন চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে অতি নিষ্ঠার সাথে দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের এক চরম সংকটময় বুভুক্ষার চিত্র এঁকেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক দুর্ভিক্ষের সংকটকে তুলে ধরেছেন –

> "আবার তারা গ্রামে ফিরে আসে। পেছনে রেখে আসে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মা-বাপ, ভাই, বোন। ভাতের লড়াইয়ে তারা হেরে গেল।"[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পঞ্চাশের মন্বন্তরে হোঁচট খাওয়া দেশ আবার টলতে টলতে দাঁড়ায় লাঠি ভর দিয়ে। তাই দুই ছেলে-মেয়ের হাত ধরে জয়গুন আবার দিয়ে আসে গ্রামে, আশ্রয় নেয় গ্রামে এক 'সূর্য দীঘল বাড়ীতে'। কারণ –

> "অনেক আশা, অনেক ভরসা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে তারা শহরের বুকে পা বাড়িয়েছিল। ...এক মুঠো ভাতের জন্য বড়লোকের বন্ধ দরজার ওপর মাথা ঠুকে ঠুকে পড়ে নেতিয়ে। রাস্তার কুকুরের সাথে খাবার কাড়াকাড়ি করেতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়।"[১২]

'সূর্য দীর্ঘল বাড়ী' – এই রকম বাড়ি গ্রামে খুব কম দেখা যায়। পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী এই ছাড়া বাড়িতে ভূত-প্রেত বা নির্বংশ হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস, তাই জয়গুন এসে খুব সহজেই আশ্রয় পেয়ে যায় এই বাড়িটিতে।

ব্রিটিশ শাসন এবং শোষন থেকে বাংলার মানুষ মুক্তি পায় সাতচল্লিশে, তার পূর্বে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা বিভিন্ন বঞ্চনা ও অমানবীয় রাজনীতির প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছিল। পঞ্চাশ কিংবা ষাটের দশকের বাংলার গ্রাম মানেই ছিল কিন্তু দাপুটে অবস্থাসম্পন্ন মন্ডল – মাতব্বর আর বিভিন্ন কুসংস্কারের বেড়া জালে আবদ্ধ বসত ভূমি। গ্রামের এই সমস্ত অন্ধকার থেকে জয়গুণরা ভেবেছিল স্বাধীনতার পর মুক্তি পাবে। উপন্যাসটিতে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের বিপর্যস্ত ভাবনা ও দেশবিভাগের পটভূমিকায় জয়গুনের প্রতিচ্ছায়ায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় গ্রামের সহজ-সরল মানুষের স্বপ্নের কথা অতি মনোরম ভাবে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক। স্বাধীনতা বা দেশভাগের জটিল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই সমস্ত অন্নহীন–বস্ত্রহীন মানুষেরা যেতে চায় না। তারা শুধু মাত্র বেঁচে থাকতে চায়, আর কিছু নয়, এই তাদের স্বপ্ন। জয়গুণদের বিশ্বাস দেশভাগ হলে পাকিস্তান হবে এবং সেখানে দু'মুঠো খেয়েপড়ে মাথা গুজে থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে, আর খাজনা লাগবে না, চালের মূল্য কমবে। কিন্তু দেশভাগের পর যখন তাদের সেই স্বপ্ন শুধুমাত্র অলীক কল্পনা হিসেবেই রয়েগেল, তখনই এই সরল খেটে খাওয়া মানুষগুলো ভেঙ্গে পড়ে হাতাশায়।

> "কত আশা-ভরসা আছিল। স্বদীন অইলে ভাত কাপড় সইয্য অইব। খাজনা মুকুব অইব, কিন্তু কি? বেবাক ফাঁটকি, বেবাক ফাঁটকি। আবার রেল গাড়ীর ভাড়াও বাইড়া গেল।"[১৩]

সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পরও জয়গুনরা হারতে জানে না, জীবনে বেঁচে থাকার যুদ্ধে পরাজিত হতে চায় না, তারা সবসময় শত কষ্ট বুকে চেপে জীবনের কঠিন পথে এগিয়ে চলে। তারা যেন কখনোই হারতে জানে না। তাই উপন্যাসের শেষে দেখা যায়, করিম বকশের মৃত্যুর পর জয়গুনরা গ্রাম ছেড়ে 'সূর্য দীঘল বাড়ী' – ছেড়ে চলে যায়, এগিয়ে যায়, না জানা কোনো এক ভবিষ্যতের দিকে –

> "বহুদূর হেঁটে শ্রান্ত পাগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য তারা গাছতলায় বসে। উচঁ তাল গাছটা এত দূর থেকেও যেন হাতছানি নিয়ে ডাকছে। আবার তারা এগিয়ে চলে..."[১৪]

এতো গেল স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও দেশ ভাগের এক রকম দৃশ্যপট। কিন্তু এই দৃশ্যের পাশাপাশি অন্য আরেক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে দিয়ে গেছিল ব্রিটিশরা। যা 'ছিটমহল' সমস্যা নামেই পরিচিত। তবে পরিচিত কথাটা বলা বোধ হয় যথাযথ হবে না, কারণ কিছুকাল আগে পর্যন্তও 'ছিটমহল' সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনেরা কিছুই প্রায় জানতো না বললেই ভাল। ছিটমহল নিয়ে গবেষনারত অমিতাভ ভট্রশালীর কথায় –

> "ভারত আর বাংলাদেশের ছিটমহলের সমস্যা সাড়ে ছয় দশকের পুরানো হলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সমস্যা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাহিত্যিক বা গবেষক বা চিত্র নির্মাতাদের কাছে ছিল অজানা। তাই ইন্টারনেটে সার্চ করলেও হাতে গোণা কিছু তথ্য পাওয়া যায়; আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা একেবারেই নগন্য।"[১৫]

শুধু তাই নয়, দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত (ছিটমহল সমস্যা নিয়ে তথ্য চিত্র নির্মাতা)-র মতে –

> "বিদেশীদের কথা তো বাদই দিলাম, দিল্লি, মুম্বাই এমনকি কলকাতাতেও যখন আমার তথ্যচিত্রের প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গেছি, সবার কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকেছে যে, এক দেশের মধ্যে অন্য দেশ কীভাবে থাকে! অনেকে মনে করতেন আমি হয়তো বানিয়ে গল্প বলছি।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিটমহলের মতো একটি বৃহৎ মানবিক ও রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিফলন কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত নগন্য – যা আমাদের কাছে সত্যি দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশভাগের এই অমানবিক ও জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্ন সরূপ বয়ে চলা ৬৮ বছরের দুর্ভাগ্য 'ছিটমহল' সমস্যা নিয়ে বাংলা ভাষায় বর্তমান সময় পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র ছোটগল্প – প্রধাত অমর মিত্রের 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' ও 'চোখ আর নদীর জল' রয়েছে। নলিনী বেরার একটি গল্প 'মেখলীগঞ্জ তিস্তাপাড়ে' – গল্পটির বেশ কিছু অংশ জুড়ে ছিটমহল ও করিডরের প্রসঙ্গ ছিল। বার্ডরে পুলিশি অত্যাচারে কত নারী দারিদ্রের তাড়নায় সহজেই পুলিশের হাতে চলে আসতো গল্পটিতে সেই প্রসঙ্গই লেখক তুলের ধরেছেন। এছাড়া বাংলার সাহিত্যের আরও কিছু গল্পে ছিটমহল সম্পর্কিত কোনো আলোচনা বা পর্যালোচনা বা তথ্য কিছুই নেই, শুধুমাত্র ছিটমহল নামটাই উল্লিখিত হয়েছে। পাশাপাশি উপন্যাস মাত্র দু'টি এই প্রসঙ্গ বা পটভূমিতে রচিত হয়েছে। একটি হল বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম' (ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ্ন, ২০১০) এবং অন্যটি হল এপার বাংলার (পশ্চিমবঙ্গের) বিখ্যাত ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' (দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭)।

> "যথা বিহিত সন্মান প্রদর্শন পূর্বক নিবেদন এই যে, আমার নিম্ন সাক্ষরকারী উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দা এই মর্মে অভিযোগ করিতেছি যে, গত শতাব্দীর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হইতে কি এক অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় ভূ-খন্ডে অবস্থিতি উল্লেখিত মৌজগুলিকে পাকিস্তান বলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরবর্তীকালে সেই পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা উল্লেখিত ছিটের বাসিন্দাগন বাংলাদেশি হইয়াছি। কেন হইয়াছি, তাহা আমাদিগের কপাল। কপাল না হইলে পাশের গ্রাম মনদাগুড়ি ইন্ডিয়া হয়, সেইখানে গ্রাম পঞ্চায়েত হয়, ভোটার কার্ড হয়, চিঠি হয়, কিন্তু আমাদের কিছুই হয় না।"[১৭] (যুদ্ধে যা ঘটেছিল/অমর মিত্র)।

বাংলাদেশে ও ভারতের ছিটমহল সমস্যা ছিটে বসবাসকারীদের অভিশপ্ত জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে রচিত অমর মিত্রের 'যুদ্ধে যা ঘটেছিল' গল্পটি কোচবিহারির (পশ্চিমবঙ্গ) জেলাশাসক মহোদেয়র নিকট বাংলাদেশী ছিটের বাসিন্দাদের একটি আবেদন পত্র লেখার ঠঙে গল্পটির এক ব্যতিক্রমী সূচনা হয়েছে। গল্পের বিষবস্তুর হচ্ছে স্বাধীনতার পূর্ববতী রাজন্য শাসিত ভারতবর্ষের কিছু কিছু অঞ্চলের বর্ণনা, স্বাধীনোত্তর সময়কালের ছিটমহল সমস্যা কেন্দ্রীক কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনা। তারপর গল্পকার অমর মিত্র ইতিহাসের সাথে বাস্তবের ও বাস্তবের সঙ্গে নিজের কল্পনার রঙ মিশিয়ে ছিটমহলের একেবারে সমকালীন বাস্তব চিত্রকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন এই গল্পে। গল্পটিতে অমর মিত্র দেখিয়েছেন মানুষের আদর্শ ও মানুষত্ববোধও কী ভাবে কাঁটা তারের কাঁটার মতো জীবনে শুধু দংশনই করে এবং নিজের দেহেই প্রতিবাদের স্প্রীহা কিভাবে বিষের মতো রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনদর্শের মৃত্যু ঘটায়। গল্পের কাহিনিতে দেখা যায় একটি যুবতীকে কতগুলো যুবক ছিটে তুলে এনে তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করে, কত সুন্দর ভাবে নিজের অপরাধকে অনায়াসেই ধামাচাপা দিয়ে। নির্দোষ দুই ছিটের বাসিন্দার উপর সেই অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেয়, আর দেশহীন, নাগরিকত্বহীন, নিরপরাধ অসহায় এই সমস্ত ছিটের বাসিন্দাগন সত্যি জেনেও প্রতিবাদের সাহস বা ভাষা খুজে পায় না। শুধুমাত্র জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে সবাই বিবেকের নিষ্ঠুর দর্শন সহ্য করেও চুপ করে বসে থাকে।

ছিটমহল কেন্দ্রীক অমর মিত্রের 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' উপন্যাসের আখ্যানও এক শেখর ছেড়ার দগ্ধ যুগসন্ধির চিহ্নবাহী দলিল স্বরূপ এই উপন্যাস আসলে সামাজিক অবক্ষয়ের ইতিহাসের অবিস্মরনীয় দলিল। ছিটমহলের এই বৃত্তান্ত লিখতে তিনি দীর্ঘ দিন ছিটমহল বাসিন্দাদের নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন, দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল 'কুমারী মেঘের দেশ চাই' উপন্যাসটি। উপন্যাসটি তিনটি পর্বে বিভক্ত –

ক) 'কুমারী মেঘের দেশ চাই'- ৩১টি পরিচ্ছেদে ভারতের ভিতরে বাংলাদেশি ছিটের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।
খ) 'চোখ আর নদীর জল' – ২০টি পরিচ্ছেদে বাংলা দেশের ভিতরে ভারতের ছিটমহলের নিদারুণ রূঢ় বাস্তবচিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ) 'কুমারী মেঘের দেশ নাই' – ৯টি পরিচ্ছেদে ছিটমহলে স্বাধীনতার ইতিহাসের বর্ণিত হয়েছে। ৬ই জুন চুক্তি হয় ঢাকায়, ২০১৫ সালের ১লা আগস্ট ছিটমহল স্বাধীন হয়েছিল; লেখক স্বয়ং সে ইতিহাসের সাক্ষী থাকতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, যার বর্ণনা আখ্যানের বিভিন্ন চরিত্রগুলির মাধ্যে ঔপন্যাসিক প্রতিফলিত করেছেন।

সেলিনা হোসেনের 'ভূমি ও কুসুম' সম্ভবত ছিটমহল কেন্দ্রিক বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন সংস্থার প্রকাশক মহাশয় নিজেই বলেছেন –

> "কিন্তু প্রকাশ হিসেবে খেঁজে নিয়ে জেনেছি, এখন পর্যন্ত এ বিষয়টি নিয়ে লেখা উপন্যাসের কথা এ দেশের অনেকেই জানেন না। বলার সাহস রাখি যে 'ভূমি ও কুসুম' এই বিষয়ের প্রথম উপন্যাস।"[১৮]

ছিটমহলে বসবাস-কারীদের জীবন সীমান্তরক্ষী, পুলিশ কিংবা সরকার নানান্ ভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে, এই উপন্যাসে সেলিনা হোসেন সেই বৃত্তান্ত নিখোঁত ভাবে বর্ণা করেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে উপন্যাসের রচিয়তা সেলিনা হোসেনের ছিটমহল সম্পর্কিত একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হল –

> "যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখনই শুনেছি ছিটমহলের কথা, তবে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সে সময় ছিল না। আমার মাথায় সে সময় একটাই বিষয় ছিল – রাষ্ট্রের ভিতরে আরেকটি রাষ্ট্র কী অদ্ভুত ব্যাপার। নিজের রাষ্ট্র থেকে আবার নিজের রাষ্ট্রে আসতেই নাগরিকদের পাসপোর্ট – ভিসা লাগছে, অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভেতর বিপন্ন এই মানুষগুলো বেদনাহত করতে থাকে আমায়।"[১৯]

বিভাগোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে কথকতার এক নতুন অদ্ভুত সুন্দর ভুবন গড়ে উঠেছে।

> "মানুষের এই বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূতির ও আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা সভ্যতার পরিণতির সঙ্গে বিচিত্রত রূপ নিয়েছে। তার আনন্দলোক বৈচিত্রে ভরে উঠেছে। অবশেষে সভ্য মানুষ বলেছে, এই আনন্দলোকই তার শ্রেষ্ট সৃষ্টি। জৈব প্রয়োজনে তার মূল্য নেই, মনের প্রয়োজনে সে অমূল্য।"[২০]

মানুষ এই অমূল্য আনন্দের তাগিদেই সৃষ্টি করে সাহিত্যের নন্দন। উত্তাল চল্লিশের বিপ্লব, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, স্বাধীনতা লাভ, দেশ ভাগ, উদ্‌বস্তু সংকট কোনোকিছুই সাহিত্যের এই নন্দনকে নষ্ট করতে পারেনি। বিষয়বস্তুর নতুনত্বে, কাহিনির গঠন ও বর্ণণায়, পটভূমির বৈচিত্রে, ভাষা বা বাগধারার স্বাতন্ত্রতায় সর্বোপরি দেশ-কাল-সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধ বর্ণণায়, দেশভাগ ও দেশত্যাগের নিদারুণ যন্ত্রনার বর্ণণায়, মানুষ্যত্বের গ্লানি ও দুঃসময়ের ক্ষতচিহ্নগুলির ঘৃণ্য ইতিহাস বর্ণনায় কালজয়ী ও তৎকালীন সময়ের ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেশভাগের সাহিত্য সম্ভার। আর সেই সমৃদ্ধ বিশাল সাহিত্য সম্ভারকে সাক্ষি রেখেই বলা যায় যে, মানুষের জীবনে যতবারই আঘাত এসেছে, নিজের উপর বিশ্বাস, ও জীবনাদর্শই মানুষকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করেছে বার বার।

Reference:

১. মুরশিদ, গোলাম, 'হাজার বছরের বাঙালির সংস্কৃতি', অবসর প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৬, একাদশ মুদ্রণ – ২০১৯, পৃ. ১৫৫
২. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮, পৃ. ৭৬
৩. পত্রিকা 'কালের কণ্ঠ', বাংলাদেশ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ – তে প্রকাশিত স্বকৃত নোমানের 'আগুনপাখির নেপথ্য গল্প' রচনা সংগ্রহের তারিখ - ৫/১০/২০২৪
৪. হক্, হাসান আজিজুল, 'আগুন পাখি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. শেষ পৃষ্ঠা।
৫. তদেব, পৃ. ১৯০
৬. তদেব, পৃ. ১৮৫
৭. তদেব, পৃ. ২৫২
৮. তদেব, পৃ. ২৫২
৯. তদেব, পৃ. ২৫২

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 27
Website: https://tirj.org.in, Page No. 246 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. রাইজিং বি ডি. কম আচার্য, অঞ্জন, 'সূর্য দীঘল বাড়ী' গ্রামীন সমাজবাস্তবতার আখ্যান', প্রকাশ – ২০১৭
১১. ইস্‌হাক, আবু, 'সূর্য দীঘল বাড়ী', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা প্রথম সংস্করন – ১৯৫৫, ঢাকা বাংলাদেশ, পৃ. ৯
১২. তদেব, পৃ. ৯
১৩. তদেব, পৃ. ১৪
১৪. তদেব, পৃ. ১৩২
১৫. www.bbc.com/bengali, ছিটমহল নিয়ে তৈরি হচ্ছে গবেষনা কেন্দ্র', অমিতাভ ভট্রশালী, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ২০১৫, সংগ্রহের তারিখ - ১৫/০৭/২০২৪
১৬. ঐ, ছিটমহল নিয়ে তৈরি গবেষণা কেন্দ্র।
১৭. www.bbc.com/2016/11/, কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র সংকলন সংগ্রহের তারিখ - ১৫/০৭/২০২৪
১৮. হোসেন, সেলিনা, 'ভূমি ও কুমুম', ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ২০১০, ঢাকা, পৃ. প্রকাশকের বক্তব্য অংশ।
১৯. দৈনিক প্রথম আলোর শিল্প ও সাহিত্য পাতা থেকে সংগৃহীত করেছে 'মধ্যবিত্ত', তারিখ – ১৪ জুন ২০১৯ ১২.৪১ P.M, www.facebook.com সংগ্রহের তারিখ – ২৫/০৭/২০২৪
২০. রহমান, মিজান হক, আবুল, কাসেম ফজলুল, সঙ্কলন ও সম্পাদনা, 'বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'মানুষ ও সংস্কৃতি', কথা প্রকাশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্র প্র – ২০০৯, পৃ. ১৯